কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক**গণ: টি. এস. শিবজ্ঞানম, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, বিচারপতি, বিচারপতি।**

কৃষ্ণা টিস্যুস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

2023 সালের M.A.T-648, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 28/04/2023

আয়কর আইন (1963 সালের 61), ধারা ১৪৮ক(ঘ) - আয় এড়ানো মূল্যায়ন-পুনর্বিবেচনা-নোটিশ জারি-করদাতার আবেদন যে তৃতীয় ব্যক্তির বিবৃতি এবং জেরা করার সুযোগ প্রদান করা হয়নি-এছাড়াও দস্তাবেজ এবং তথ্য যার উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল তা সরবরাহ করা হয়নি-মূল্যায়ন কর্মকর্তা নজরদারি তথ্য থেকে এগিয়ে যান এবং তদন্ত অধিদপ্তরের বিশ্লেষণ করেন যে আয় পালিয়ে গেছে-মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল এবং মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে-বিষয়টিকে কারণ দর্শানোর নোটিশের পর্যায়ে ফিরিয়ে দিয়ে মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

(5,6,7 অনুচ্ছেদ)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে জে. পি. খৈতান, সঞ্জয় ভৌমিক, সৌম্য কেজরিওয়াল, মিসেস অনন্যা রথ, জি. এস. গুপ্ত, প্রতিবাদী পক্ষে ওম নারায়ণ রাই।

1. **রায়ঃ-** এই আন্তঃ-আদালতের আবেদনটি 2023 সালের 3রা এপ্রিল 2023 সালের ডব্লিউ. পি. এ 6105-এ বিজ্ঞ একক বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল যে ইতিমধ্যে আয়কর আইন, 1961-এর 147 ধারার অধীনে পুনর্মূল্যায়নের আদেশ পাস করা হয়েছে (সংক্ষেপে "আইন") এবং রিট পিটিশনে যা অভিযুক্ত করা হয়েছিল তা ছিল 25শে মার্চ, 2022 তারিখের আইনের 148এ (ডি) ধারার অধীনে পাস করা একটি আদেশ এবং পুনর্মূল্যায়নের আদেশ রিট পিটিশনে চ্যালেঞ্জের বিষয় নয়, আদালত বলেছিল যে এটি পুনর্মূল্যায়নের আদেশের যোগ্যতার মধ্যে যেতে পারে না।রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশের সঠিকতাকে এই আবেদনে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।

2. আমরা পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার পক্ষ থেকে করা জমা দেওয়ার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে শুনেছি।

3. যদিও সমস্ত ঘটনাগুলি জটিল, তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপিলকারীকে পুনর্বিবেচনার কার্যধারায় কর্তৃপক্ষের দ্বারা শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।11.03.2023-এ আইনের 148এ (বি) ধারার অধীনে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়।সেই কারণ দর্শানোর নোটিশে

বিভিন্ন অভিযোগ করা হয়েছে।অন্যান্য তথ্য ছাড়াও কিছু দস্তাবেজের স্ক্রিনশট বের করা হয়েছে।এই ধরনের নোটিশ পাওয়ার পর, করদাতা 21শে মার্চ, 2022 তারিখে একটি চিঠি জমা দেন।যদিও শেষ পর্যন্ত করদাতা আবেদন করেন যে পুনরায় খোলার প্রক্রিয়াটি বাদ দেওয়া উচিত তা উক্ত চিঠির মূল অংশে করদাতা উল্লেখ করেছেন যে কারণ দর্শানোর নোটিশে যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা মূল্যায়নকারী সংস্থা তথা কৃষ্ণা টিস্যু প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে সম্পর্কিত নয়। তথ্য কিছু "কৃষ্ণ" বা "কৃষ্ণ টিস্যু" সম্পর্কিত এবং অনুমান ও সন্দেহের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে কৃষ্ণ টিস্যু হল কৃষ্ণ টিস্যু প্রাইভেট লিমিটেড, যা এখানে করদাতা।

আরও, করদাতা বলেছেন যে মূল্যায়ন কর্মকর্তা শ্রী অনুম মাঝি এবং শ্রী অঞ্জনি কুমারের বিবৃতির উপর নির্ভর কর্েন এবং উল্লেখ করেছেন যে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিবৃতি এবং করদাতাকে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ প্রদান করা হয়নি। উপরন্তু, বলা হয়েছে যে কয়লা বিক্রয় ও পরিবহন সম্পর্কিত কিছু অপরাধমূলক নথি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং এই দস্তাবেজগুলির উপর নির্ভরশীলতা করদাতাকে সরবরাহ করা হয়নি।আরও, এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে করদাতাকে একই অনুলিপি সরবরাহ না করে বিভিন্ন উত্সের মাধ্যমে সংগ্রহ করা তথ্যের উপর নির্ভর করা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে।21শে মার্চ, 2022 তারিখের উক্ত চিঠিটি প্রাপ্তির পরে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেননি বা করদাতার অনুরোধে সম্মতি দেননি, তবে 25.03.2022 তারিখের 148এ (ডি) ধারার অধীনে একটি আদেশ পাস করতে এগিয়ে যান যা রিট পিটিশনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।আগ্রহজনকভাবে, উক্ত আদেশে মূল্যায়নকারী আধিকারিক সম্ভবত এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে করদাতাকে শুনানির সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং তারপরে বলেছিলেন যে যদি মূল্যায়নকারী উক্ত তথ্য সম্পর্কিত প্রমাণগুলি পাল্টা-যাচাই/পাল্টা-পরীক্ষা করতে চান, তবে তারা মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছ থেকে পূর্বের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পরেও একই কাজ করতে পারেন।এই কথা বলার পর মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা বলেন যে, নজরদারি তথ্য এবং তদন্ত অধিদপ্তরের বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই মামলায় করদাতার দ্বারা আয় আত্মসাৎ হয়েছে।অধিকন্তু, মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা বলেন যে ইতিমধ্যে করদাতাকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে বিস্তারিত তদন্ত করা হয়েছে এবং তার পরেই তদন্ত অধিদপ্তর দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্বানুমোদন পাওয়ার পরে এই ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার আগে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা দ্বারা আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।সুতরাং, আমরা মূল্যায়ন কর্মকর্তার গৃহীত অবস্থানের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে

পাই।যাইহোক, যদি মূল্যায়নকারী আধিকারিকের অভিমত ছিল যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা/যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ করদাতাকে দিতে হবে যা আইনের 148এ (ডি) ধারার অধীনে আদেশ পাস করার আগে করা উচিত ছিল।

4. তা ছাড়া, করদাতার কাছে তথ্য সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সঠিক বলে মনে হয় না।এই আইনের 148এ (ডি) ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ পাওয়ার পর করদাতার পক্ষ থেকে 18ই এপ্রিল, 2022 তারিখে একটি দরখাস্ত জমা দেওয়া হয় যাতে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় যে, এই আইনের 148এ ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যায়ন পুনরায় চালু করার জন্য নির্ধারিত মৌলিক নীতিগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।মূল্যায়ন অফিস 2023 সালের 2 ফেব্রুয়ারি তারিখের আইনের ধারা 142 (1) এর অধীনে নোটিশ জারি করে যার মধ্যে সংযুক্তি রয়েছে এবং এটি প্রাপ্তির পরে 2023 সালের 13 ফেব্রুয়ারি করদাতার আরও একবার উল্লেখ করে একটি উত্তর জমা দেন যে শুরু থেকেই পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়াটি আইনত খারাপ।করদাতারকে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি তবে 2রা মার্চ, 2023 তারিখের ধারা 142 (1) এর অধীনে সংযুক্তি সহ আরেকটি নোটিশ জারি করা হয়েছে।এরপরে, করদাতার 2023 সালের 8ই মার্চ আরেকটি দরখাস্ত জমা দেন যে তৃতীয় পক্ষের বিবৃতি দেওয়া হয়নি এবং সেই তৃতীয় পক্ষগুলিকে পরীক্ষা করার সুযোগ করদাতারকে দেওয়া হচ্ছে না।করদাতার আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় নেই এবং সেই অনুযায়ী, 2023 সালের 9ই মার্চ একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল।যাইহোক, বিষয়টি শুনানির জন্য 2023 সালের 17 মার্চ তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু শুনানি হয়নি।শেষ পর্যন্ত 2023 সালের 13ই এপ্রিল রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য নেওয়া হয়।এরপরে, মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা 13.02.2023 তারিখের করদাতারর দেওয়া দরখাস্ত/আপত্তিকে 16.03.2023 তারিখে জবাব দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সংযুক্তি রয়েছে, যা করদাতারর মতে এমন বিবরণ রয়েছে যা কোনও পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশ করা হয়নি।16.03.2023 তারিখের উত্তরে সংযুক্তি রয়েছে।অবশেষে 2023 সালের 29শে মার্চ আদেশটি পাস হয় যখন রিট পিটিশনটি বিচারাধীন ছিল। করদাতার একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করে পুনর্মূল্যায়নের আদেশটি নথিভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তবে, মাননীয় রিট কোর্ট রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়ে বলেছে যে পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়াটি চ্যালেঞ্জের বিষয় নয় এবং রিট পিটিশনটি গ্রহণ করা যাবে না।

5. পুনর্বিবেচনার আদেশটি দেখার পর, আমরা 6 অনুচ্ছেদে দেখতে পাই যে

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা রিট পিটিশন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, যা আদালতে বিচারাধীন ছিল এবং এখনও শুনানির জন্য নেওয়া হয়নি এবং মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ করবেন যে এই আদালত কর্তৃক তাকে বাধা দেওয়ার বা কার্যধারা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়ার কোনও আদেশ পাস করা হয়নি এবং আইনের 153 ধারা উল্লেখ করে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

6. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে দেখা যায় যে এই বিষয়ে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন।আমরা পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গুণাগুণ পরীক্ষা করিনি, তবে আমরা এই দিকটিতে সীমাবদ্ধ রয়েছি যে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙঘন করা হয়েছে। মূল্যায়ন আধিকারিক যে পদ্ধতিতে পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। তৃতীয় পক্ষের তথ্য সরবরাহ না করার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কর্মকর্তার দ্বারা করা মৌলিক ত্রুটি, যা করদাতার দ্বারা জেরা করার জন্য সেই তৃতীয় পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করানোর পাশাপাশি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার ভিত্তি ছিল, যখন তাদের দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতিগুলি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার জন্য নির্ভর করা হয়েছিল, বিশেষত, এই বিষয়ে করদাতার দ্বারা নির্দিষ্ট অনুরোধ করা সত্ত্বেও।তা ছাড়া, আইনের 148 ধারার অধীনে আদেশটি পাস করার পরে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা বলতে পারতেন না যে যদি করদাতার প্রমাণগুলি পাল্টা-যাচাই/পাল্টা-পরীক্ষা করতে চান তবে তারা তার কাছ থেকে পূর্বের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পরে তা করতে পারেন।প্রকৃতপক্ষে, আইনের 148এ ধারার অধীনে আদেশ পাসের আগে এই ধরনের সুযোগ প্রদান করা উচিত ছিল।

7. সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে মূল্যায়ন আধিকারিকের দ্বারা গৃহীত পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ভুল এবং পুরো প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন আধিকারিকের দ্বারা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির গুরুতরভাবে লঙঘন হয়েছে।অতএব, আইনের 148এ (ডি) ধারার অধীনে গৃহীত আদেশ এবং ফলস্বরূপ পুনর্মূল্যায়ন আদেশটি অবশ্যই বাতিল করতে হবে এবং বিষয়টিকে পরবর্তী নির্দেশ সহ আইনের 148এ (বি) ধারার অধীনে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হয় এবং রিট পিটিশনে গৃহীত আদেশটি বাতিল করা হয় এবং রিট পিটিশন অনুমোদিত হয় এবং আইনের 147 ধারার অধীনে গৃহীত পুনর্মূল্যায়নের আদেশ বাতিল করা হয়।আইনের 148এ (বি) ধারার অধীনে বিষয়টি কারণ দর্শানোর নোটিশের পর্যায়ে ফিরিয়ে দিয়ে বিষয়টি মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছে ফেরত পাঠানো হয়।মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি

মেনে চলার পর জেরা করার জন্য এবং আইন অনুসারে বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য মূল্যায়নকারীর দ্বারা চাওয়া নথিগুলি সরবরাহ করার এবং সেই ব্যক্তিদের, যাদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে, তাদের উপলব্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল।

৪. যেহেতু তথ্যগুলি জটিল এবং বিভিন্ন বিষয় করদাতার দ্বারা নির্দেশিত হয়, তাই এটি একটি উপযুক্ত মামলা হবে যেখানে করদাতার অনুমোদিত প্রতিনিধিকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।পুনরায় মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি যখন নতুন করে করা হয় তখন করদাতাকে সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন তোলার অনুমতি দেওয়া হয় না।

আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.